

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্মৃতির পাতায় হাচানিয়া

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে

২৫ বছর পূর্ণ উপলক্ষ্যে রজত জয়ন্তি

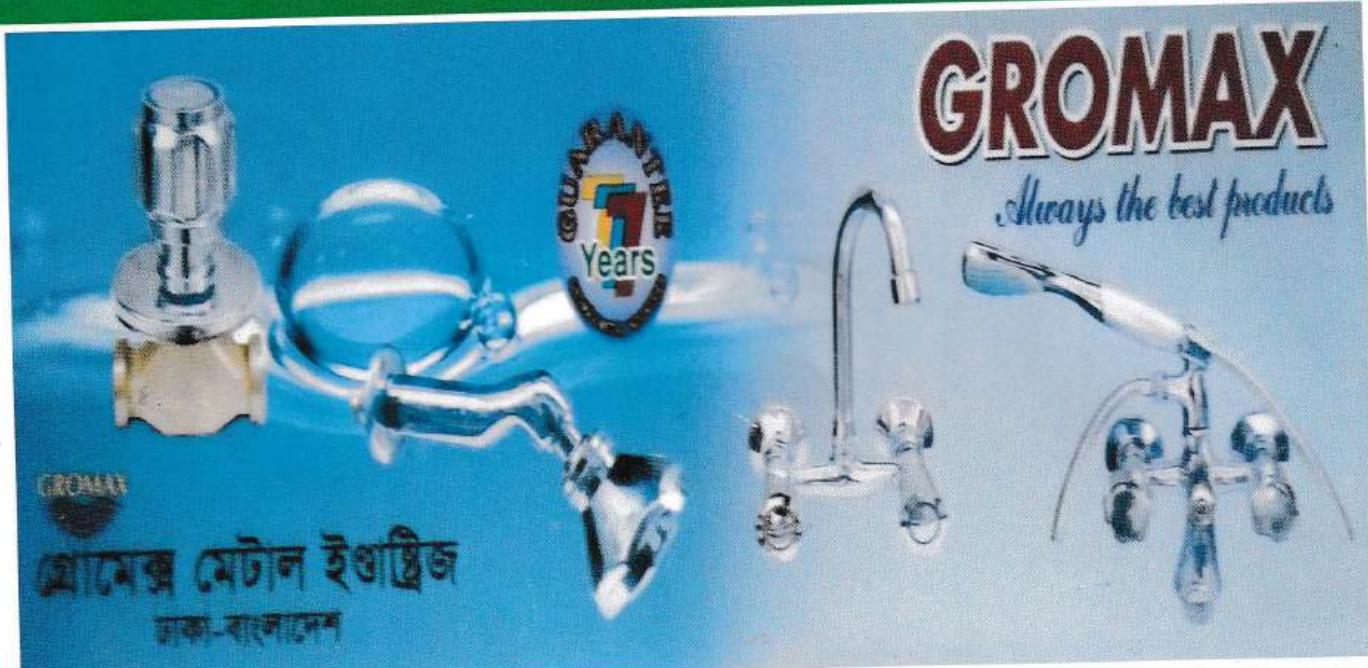
পুনর্মিলনী



১০১৭

হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসা

২৬২৬, খিলবাড়ীরটেক, গুলশান, ভট্টারা, ঢাকা-১২১২



MD. ALAMGIR BHUTYAN
Proprietor

GROMAX

GROMAX METAL INDUSTRIES

All Kinds of Sanitary Fitting's Manufacturer, Sales & Suppliers

8, North Kutubkhaly,
Jatrabari, Dhaka-1204
Bangladesh.

Mob : 01713452202
01936302909
01671848120
Tel : 8802-7552745



MD. Delawer Hossain
Proprietor

Mob : 01911351860
: 01735158971

HOTEL MEZBAN (RES)

GA, 25/2 B, Progoti Swaroni Road, Shahjadpur, Gulshan, Dhaka-1212

প্রকাশনা পরিষদ

হাজী মাদবর আলি হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসা

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পরিষদ ।

খিলবাড়ীরটেক, গুলশান, ভাটারা, ঢাকা-১২১২

উপদেষ্টা

মির্জা আজিজুর রহমান

আহবায়ক

হাজী মোঃ জাকির হোসেন

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পরিষদ

সম্পাদক

মোঃ নাজিম উদ্দিন

পরিচালক, পুনর্মিলনী আয়োজক কমিটি ।

সহকারী সম্পাদক

মোঃ সোহেল আরমান

সাংগঠনিক সম্পাদক, পুনর্মিলনী আয়োজক কমিটি ।

আবু ইউসুফ

কো-অর্ডিনেটর, পুনর্মিলনী আয়োজক কমিটি ।

সাকলাইন মিলন

কো-অর্ডিনেটর, পুনর্মিলনী আয়োজক কমিটি ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

মোঃ মাহমুদুল হাসান, মোঃ আল আমিন, মোঃ কাণ্ডুল

আবুল্লাহ রংবেল ও সোহেল আহমদ ।

সদস্য, পুনর্মিলনী আয়োজক কমিটি ।

সূচী পত্র

বাণী সমূহ ।

কুরআন ও হাদিসের বাণী ।

মাদ্রাসা পরিচিতি ।

মাদ্রাসার জমিদাতা ও তাদের সন্তান গনের ছবি ।

মাদ্রাসার শিক্ষক - শিক্ষিকাদের ছবি ।

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি ।

পুনর্মিলনী আয়োজক কমিটির ছবি ।

বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি ।

প্রবন্ধ

কবিতা

হাস্যরস

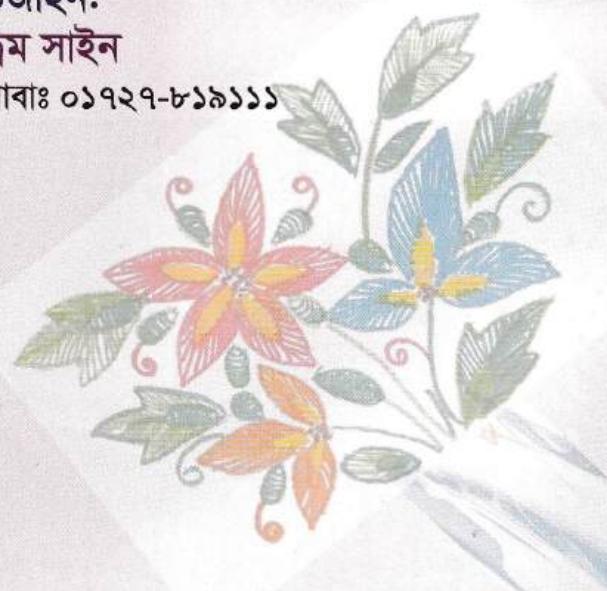
মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দের

নামের তালিকা

ডিজাইন:

ড্রিম সাইন

মোবাইল: ০১৭২৭-৮১৯১১১





সভাপতির বাণী

আলহামদুল্লাহ।

ঢাকা জেলার অন্যতম দীনি প্রতিষ্ঠান হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদরাসাটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে ২৫ বছর পূর্ণ করে ২৬-এ পদার্পণ করেছে। তাই মহান আল্লাহর দরবারে জানাই লক্ষ কোটি শুকরিয়া। জমিদাতা, বর্তমান ও প্রাক্তন কমিটির সম্মানিত সদস্য, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, দানকারী, হিতাকাঞ্জী, শুভানুধ্যায়ী, দোয়াকারী সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সালাম। মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি - আল্লাহ তায়ালা সকলের খেদমত কবুল করুন। হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদরাসার পৃষ্ঠামুখী অনুষ্ঠান এবং স্মারক সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। মাদরাসার নীতি-আদর্শ ও কর্মের মাধ্যমেই আমরা বেঁচে থাকতে চাই এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে মরণের পরে যেতে চাই অনন্ত জালাতে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন।

আলহাজ্জ মোঃ শরিয়ত উল্লাহ (সহিদ)

সভাপতি

হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদরাসা



সুপারের বাণী

আলহামদুল্লাহ।

ঐতিহ্যবাহী হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদরাসার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মিলনমেলা তথা পৃষ্ঠামুখী অনুষ্ঠান “রজত জয়ন্তী”। এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে একটি স্মারক গ্রন্থ। এ জন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত বোধ করছি। এ মাদরাসা হতে বিগত পঁচিশ বছরে অনেক ছাত্র-ছাত্রী কৃতিত্বের সাথে বিদায় নিয়ে তাদের মাঝে লালিত অদ্যম জ্ঞান স্পৃহা চরিতার্থে পাঢ়ি জমিয়েছেন বৃহত্তর শিক্ষাঙ্গনে। তাদের মধ্য থেকে অনেকেই আজ ছাত্রজীবন শেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন অফিসে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হয়ে রাষ্ট্র ও মানুষের কল্যাণে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আবার অনেকে এখনো দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মাদরাসা, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয়ে জ্ঞানাত্মক অধ্যয়নের আছেন। তাদের সকলকে এক কাতারে শামিল হতে দেখা যাবে এ মিলনমেলায়। আমি সকলের সুস্থান্ত্য কামনায় অধীর আছাহে তাদের স্বাক্ষাত লাভের আশায় প্রহর গুণছি। স্মরণিকা গ্রন্থ প্রকাশ করা একটি দুর্বল, কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য কর্মসূজ হলেও প্রচারধর্মী, দুরদর্শী ও সাহিত্যপ্রেমী মানুষের জন্য এটি একটি উত্তম মানসিক খোরাক হিসেবে গণ্য। তাছাড়া নবীন ও প্রবীনদের মাঝে একটি মজবুত সেতু বন্ধন গড়ে তোলা এবং তাকে অটুট রাখা ও স্থায়ী রূপ দান করার ক্ষেত্রে স্মরণিকার কোন বিকল্প নেই বলে আমি মনে করি। ভবিষ্যতে যারা এখান থেকে বিদায় নিবেন তাদের মাঝেও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে এ স্মরণিকা, এটা আমার বিশ্বাস। পৃষ্ঠামুখী অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন এবং এ স্মরণিকা প্রকাশের পিছনে যাদের চেষ্টা, সাধনা, শ্রম ও সহযোগীতামূলক অবদান রয়েছে তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সবার প্রচেষ্টা আল্লাহ রাবুল আলামীন কবুল করুন এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ দান করুন। আমীন।

মোঃ গোলাম রবুনী

সুপারিনেন্টেন্ডেন্ট

হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদরাসা



সহকারী সুপারের বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। পবিত্র কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফ হল জ্ঞানের ভান্ডার। আল কুরআন ও সুন্নাতে নববী আকড়ে ধরতে পারলে দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির পথ খুলে যায়। আল কুরআন ও আল হাদীসের জ্ঞান লাভ করে বর্বর মূর্খ নামে পরিচিত একদল মানুষ খাঁটি মানুষে পরিগণিত হতে পেরেছিল। যাদের সমকক্ষ অন্য কোন মানুষ এ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে জন্মায়নি। আর পরেও জন্মাবেন। তারা যেমনিভাবে নিজেরা জ্ঞান লাভ করেছিলেন তেমনিভাবে পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টির প্রচুর কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলামি ও আধুনিক জ্ঞান অর্জনের অন্যতম বিদ্যাপীঠ হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসার ২৫ বছর পূর্তি ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে এ জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে জানাই অসংখ্য শুকরিয়া। মাদরাসা, মসজিদ, ঈদগাহে জমিদাতা, দানকারী, বর্তমান ও প্রাক্তন কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, হিতাকাঞ্জী, শুভানুধ্যায়ী, দোয়াকারী ও ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রজত জয়ন্তী ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন কারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি মহান আল্লাহ তায়ালা সকলের খেদমত কবুল করুন। পুনর্মিলনী এবং স্মরণিকা সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম যাজা দান করুন। পরিশেষে সকলের দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি কামনা করছি। আমিন।

মোঃ গোলাম মোস্তফা

সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট

হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসা



আশীর্বাদ বাণী

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সুপথে চলার জন্য দিয়েছেন আল কুরআন। নবীজী রেখে গেছেন আল হাদীস। এই দুই শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি। হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রজত জয়ন্তী ও প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে, এ জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পদভারে মুখরিত হবে মাদরাসার আঙিনা, আনন্দে ভরে উঠবে সকলের হৃদয়-মন। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করছে তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও মোবারকবাদ। বর্তমানে মাদরাসায় বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলামী জ্ঞানের সাথে সাথে শিখছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিচিত হচ্ছে সুস্থ ধারার সংস্কৃতি ও বিনোদনের সাথে। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট প্রত্যাশা তারা যেন তাদের শিক্ষালক্ষ্য জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির সেবা করতে পারে। আল্লাহ সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

মির্জা আজিজুর রহমান

সিনিয়র সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা)

হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসা



শুভেচ্ছা বাণী



আস্মালামু আলাইকুম।

হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদরাসার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রথম পুনর্মিলনী ও রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাই মহান আল্লাহর দরবারে জানাই লক্ষ কোটি শুকরিয়া। ঢাকা জেলার ভাটারা থানাধীন খিলবাড়ীরটেক একটি জনবহুল এলাকা। এখানে আছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদরাসাটি অন্যতম। এলাকার মানুষের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ এবং নীতি-নৈতিকতা অনবরত শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে অত্র প্রতিষ্ঠানটি। আমি জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার শাস্তি-শৃঙ্খলার লক্ষ্যে সমাজকে মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, জঙ্গীমুক্ত করতে প্রাণপন্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। উক্ত প্রতিষ্ঠান আমার এ লক্ষ্যকে পূরণ করতে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পদ সুনাগরিক তৈরি করে সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে। পুনর্মিলনী ও রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান আয়োজককারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তায়ালা আমাকে তৌফিক দান করুন। আমীন।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য, মদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটি
মেম্বার, ওয়ার্ড নং- ০৯
ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদ



আহ্বায়ক এর বাণী

আলহামদুলিল্লাহ। হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মদ্রাসাটি ঐতিহ্যবাহী অন্যতম একটি বিদ্যালয় হিসাবে সু-পরিচিত। অনেক সীমা বদ্ধতাকে উপেক্ষা করে প্রথমবারের মত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদেরকে উদ্যোগে বিদ্যালয় এর প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে “রজত জয়ন্তি” ও পুনর্মিলনী-২০১৭ইং। যারা জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ বিদ্যালয়ের বীজ বপনের মাধ্যমে জীবন যাত্রা শুরু করেছিল। তাদের সকলেই আজ প্রতিষ্ঠিত সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিজের স্ব-ইচ্ছায় আজ তারা এই অধ্যায়ে সফল হতে পেরেছে। তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে এ আয়োজনকে আরো বড় করার জন্য সবার সহযোগীতা কামনা করছি।

যাদের লেখা ছাপা হয়নি তাদের হতাশ না হতে বলব আগামীতে আরো বৃহৎ কলরবে বিদ্যালয়ে লেখা ছাপানোর চেষ্টা করব।

হাজী মোঃ জাকির হোসাইন
আহ্বায়ক
প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রী পরিষদ

মাদ্রাসা পরিচিতি

হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসা

২৬২৬, খিলবাড়ীরটেক, গুলশান, ভাটারা, ঢাকা-১২১২।

e-mail: madboralihdm@gmail.com

ফোনঃ ৮৮৯৯৪৪০, মোবাইলঃ সূপার- ০১৯২১২১৫৯৫, সহ-সূপার- ০১৭১৪০২২১২৯

অবস্থানঃ

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ভাটারা থানাধীন ২৬২৬, খিলবাড়ীরটেক এলাকায় মনোরম পরিবেশে মাদ্রাসাটির অবস্থান।

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটঃ

১৯৯০ সালে মরহুম হাজী মাদবর আলী সাহেবের সুযোগ্য ও জন রহমদিল সন্তান মরহুম হাসান উদ্দীন, মরহুম হাজী চাঁন মিয়া, মরহুম হাজী ইউনুছ আলী এবং তাদের দানবীর সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী সন্তানগণ এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা মোতাবেক ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেই থেকেই শুরু হয় হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসার পথচালা।

নামকরণঃ

মাদ্রাসার নামকরণের ব্যাপারে হাজী মোঃ শরিয়ত উল্লাহ (সহিদ) সাহেবের বাসায় পরামর্শসভার আয়োজন করা হয়। হাজী মোঃ আফাজ উদ্দিন সাহেব প্রস্তাব করেন যে তাঁর দাদা মরহুম হাজী মাদবর আলী এবং তাঁর তিন সন্তানের নামে মাদ্রাসার নামকরণ করা হউক। উপস্থিত সদস্যগণ বিষয়টির উপর ব্যাপক আলোচনা করে তিন পুত্রের নামে মাদ্রাসার নামকরণ করা হলে মাদ্রাসার নাম অনেক বড় হয়ে যায়। এক পর্যায়ে হাজী আফাজ উদ্দিন সাহেব সুচিত্তি একটি আইডিয়া পেশ করেন যে, হাজী মাদবর আলীর নাম ঠিক রেখে তার তিন পুত্রের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে নামকরণ করা যায় এভাবে, মাদ্রাসার নামের প্রথম অংশ হাজী মাদবর আলী এবং তাঁর ১ম পুত্র হাজী মোঃ হাসান উদ্দিন থেকে হা ২য় পুত্র হাজী মোঃ চাঁন মিয়া থেকে চা ৩য় পুত্র হাজী মোঃ ইউনুছ আলী থেকে ন এবং ন এর সাথে ইয়া যোগ করলে মাদ্রাসার পূর্ণ নাম হয় হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসা। উপস্থিত সকল সদস্য মাদ্রাসার নামটি পছন্দ করলে মাদ্রাসার নামকরণ করা হয় হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

স্তরভিত্তিক প্রতিষ্ঠাকালঃ

১-এবতেদায়ী (প্রাথমিক) : ০১লা জানুয়ারী ১৯৯০ইং, ৩-কম্পিউটার বিষয় চালু : ১লা জনুয়ারী ২০০৯ইং

২-দাখিল (মাধ্যমিক) : ০১লা জানুয়ারী ১৯৯৬ইং, ৪-বিজ্ঞান বিভাগ চালু : ১লা জনুয়ারী ২০১১ইং

লক্ষ্য-উদ্দেশ্যঃ

আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে আউলিয়া কেরামের অনুসৃত পথে কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহভীর, সৎ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসার লক্ষ্য।

মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্যঃ

* দলীয় রাজনৈতিক পরিবেশ। * মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।

* সুন্নতে নবীর পূর্ণ অনুসরণ।

* সাংগঠিক আলোচনা সভা, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগীতা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিভাব বিকাশ।

* সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ। * ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা ও বাস্তবে প্রয়োগ বাধ্যতামূলক।

* আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারূপ।

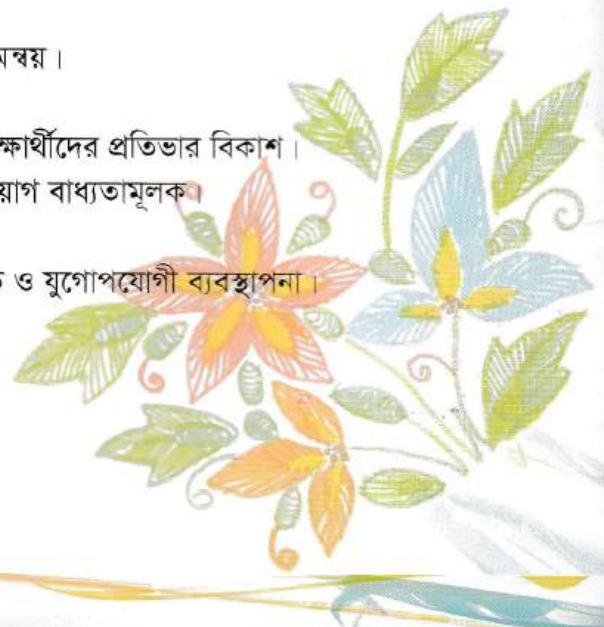
* ইসলামী সংস্কৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা। * পরিকল্পিত ও যুগেয়োগী ব্যবস্থাপনা।

সহ-পাঠ্যক্রমঃ

* সাংগঠিক আলোচনা সভা (জলসা)। * বিতর্ক প্রতিযোগীতা।

* বার্ষিক ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। * বার্ষিক শিক্ষা সফর।

* বিশেষ দিবস পালন ও দোয়ার অনুষ্ঠান।



ভর্তি প্রক্রিয়াঃ

শিশু শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির জন্য ১০ ডিসেম্বর থেকে ফরম বিতরণ করা হয়। অতঃপর মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত হওয়া সাপেক্ষে ভর্তি করা হয়।

শিক্ষার স্তর ও বিভাগঃ

হাফেজী, ইবতেদায়ী, দাখিল(সাধারণ ও বিজ্ঞান)।

শাখা প্রতিষ্ঠানঃ

০১। হাজী মাদর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসা নুরানী ও হিফজখানা।

০২। হাচানিয়া এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং।

হিফজ শাখাঃ

মহান আল্লাহর বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশুদ্ধভাবে হিফজ করার জন্য মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে ২০১৬ইং থেকে হিফজ শাখা চালু রয়েছে।

হাচানিয়া এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিংঃ

পিতৃ-মাতৃহীন ও নিঃশ্বাস ছাত্রদের ভরণ-পোষণ ও জ্ঞানার্জনের সার্বিক ব্যবস্থার জন্য অত্র ক্যাম্পাসে রয়েছে হাচানিয়া এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং।

বর্তমান শিক্ষক-কর্মচারীগণের সংখ্যাঃ ১৯জন।

ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যাঃ ৪৫০ জন।

একাডেমিক ভবনঃ

আধুনিক মানসম্মত চারতলা ০১টি ভবন ও একতলা ০১টি একাডেমিক ভবন।

বর্তমান সুপারিনটেনডেন্টঃ

মোঃ গোলাম রক্বানী

এম.এম. (২য় শ্রেণী)

বি.এ (২য় শ্রেণী)

মোবাইলঃ ০১৯২১২১১৫৯৫

বর্তমান সভাপতিঃ

জনাব আলহাজ্জ মোঃ শরিয়ত উল্লাহ (সহিদ)

জামে মসজিদঃ

ছাত্র, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর জামায়াতে নামাজ আদায়ের নিমিত্তে রয়েছে সুদৃশ্য ১টি ০৪ তলা মসজিদ। ১৫০০ জন মুসল্লী এতে একত্রে নামাজ আদায় করতে পারে।

গ্রন্থাগারঃ

অত্র মাদ্রাসার গ্রন্থাগারে ২,৫০০টি মূল্যবান কিতাব ও ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে।

বিজ্ঞানাগারঃ

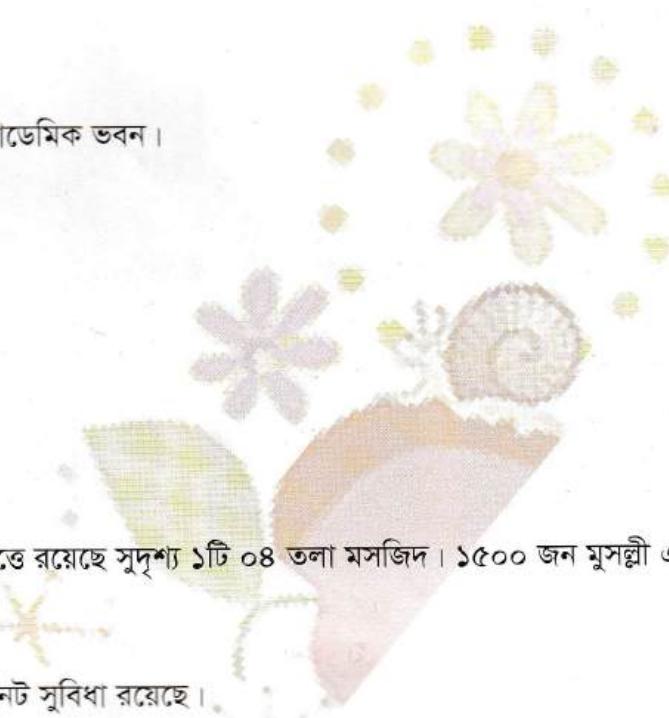
অত্র মাদ্রাসায় যুগের চাহিদা অনুযায়ী দাখিল শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্যে রয়েছে মানসম্মত একটি বিজ্ঞানাগার। এতে রয়েছে বিজ্ঞানের আধুনিক চাহিদা সম্পর্ক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি।

কম্পিউটার ল্যাবঃ

অত্র মাদ্রাসায় কম্পিউটার বিভাগ চালু রয়েছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী এর রয়েছে মানসম্মত একটি কম্পিউটার ল্যাব। আছেন কম্পিউটার পরিচালনায় একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক।

আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রাবাসঃ

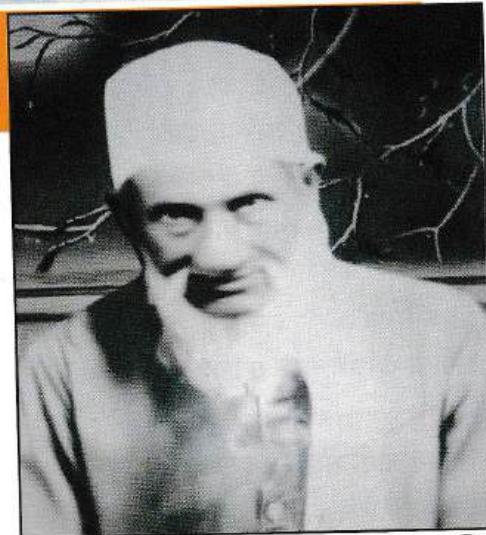
বিভিন্ন জেলা এবং দূর-দূরান্ত থেকে আগত গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য অত্র মাদ্রাসায় রয়েছে একটি ছাত্রাবাস। এতে প্রায় ৬০জন ছাত্র আছে।



হলেন যারা মৃত্যুহীন দানবীর

মাদরাসার জমি দাতাদের নাম

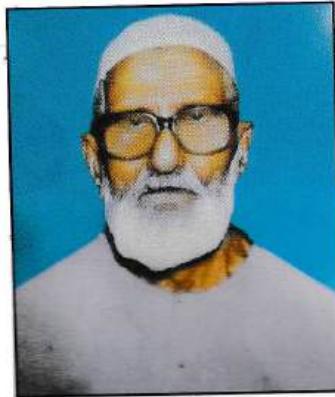
আমারা তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি
চিরদিন তাঁরা রইবে অমর সুমহান দানবীর
এ জাতি জানাবে লক্ষ সালাম নোয়াইয়া লাখো শির,
এ দেশ মাটির কোটি বালুকায় জানায় মাগফেরাত
সেবায় তাঁদের দূরীভূত হোক এ জাতির জুলমাত



মরহুম হাজী মাদবর আলী



মরহুম হাজী হাসান উদ্দিন



মরহুম হাজী চাঁন মির্জা



মরহুম হাজী ইউনুস আলী



হাজী মোঃ রফিক উদ্দিন



হাজী মোঃ আফাজ উদ্দিন



হাজী মোঃ সিরাজুল ইসলাম



হাজী মোঃ মফিজুল ইসলাম



হাজী মোঃ সাইদুর রহমান



হাজী মোঃ শরিয়ত উল্লাহ (সহিদ)



মোঃ শফিকুল ইসলাম (শাফিক)



হাজী মোঃ রফিকুল আলম (শফিক)



হাজী মোঃ নূরুল ইসলাম



হাজী মোঃ কফিল উদ্দিন



মোঃ গিয়াস উদ্দিন



মোঃ জাহাঙ্গীর আলম



মোঃ দেলোয়ার হোসেন

দাখিল শাখার শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারী মন্ডলীদের ছবি সহ নাম:



মাওঃ গোলাম রববানী
সুপার



মাওঃ গোলাম মোস্তফা
সহ-সুপার



মাওঃ আবুল কালাম আজাদ
সহ-মৌলভী



মাওঃ আবসামান উল্লাহ
সহ-মৌলভী



রওশন আরা
সহ-মৌলভী শিক্ষক



মোঃ মহিউদ্দিন মামুন
সহ-শিক্ষক



সুলতানা রাজিয়া
সহ-শিক্ষক



মোঃ রফিকুল ইসলাম
সহ-শিক্ষক



মোঃ আবুল হোসেন
সহ-শিক্ষক



মির্জা আজিজুর রহমান
সহ-শিক্ষক



মোঃ মিজানুর রহমান
সহ-শিক্ষক



শাহনাজ
সহ-শিক্ষক



মাওঃ আজিজুল হক সরকার
ইবতেদায়ী প্রধান



মোঃ শহিদুল্লাহ প্রথমান্ত্ব
জুনিয়র মৌলভী শিক্ষক



মোঃ আনোয়ার হোসেন
জুনিয়র শিক্ষক



মোঃ মোখলসুর রহমান
ইবতেদায়ী কার্যী



মাওঃ ওমর ফারুক
অফিস সহকারী



মোঃ শহিদুল ইসলাম
চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী



মোঃ কফিল উদ্দিন ভুইয়া
চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী



মাওঃ আবুল খায়ের
বেতার সুপার



মাওঃ মোঃ হাসান
সহকারী বোর্ডিং সুপার



হাঃ মোঃ মাসুম বিল্লাহ
হেফজ বিভাগ শিক্ষক



মোঃ মোশারফ হোসাইন
নুরানী শিক্ষক



মনারুল ইসলাম
দারোয়ান

এতিমধ্যানা ও হিফজ খানা শিক্ষক/কর্মচারীদের ছবি সহ নাম

প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের ছবি ও নাম



আব্দুস সালাম

পাশের সন : ১৯৯৯



আয়শা আহমেদ

পাশের সন : ১৯৯৯



হাজী মোঃ জাকির হোসাইন

পাশের সন : ২০০০



রশেদুল আমিন

পাশের সন : ২০০০



রেজাউল করিম জাহাঙ্গীর

পাশের সন : ২০০০



রেশমা আকতার

পাশের সন : ২০০০



ইয়াসমিন

পাশের সন : ২০০২



আবু ইউসুফ

পাশের সন : ২০০১



মোঃ আব্দুস সোবহান

পাশের সন : ২০০১



মোস্তাক আহমেদ

পাশের সন : ২০০১



মোসাং জায়নব

পাশের সন : ২০০১



মোসাং আয়শা

পাশের সন : ২০০১



আফরোজী আকতার

পাশের সন : ২০০১



মোসাররফ হোসাইন

পাশের সন : ২০০১



মোঃ ইসরাফিল

পাশের সন : ২০০১



রেজাউল করিম (রনি)

পাশের সন : ২০০২



মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

পাশের সন : ২০০২



লিপি আকতার

পাশের সন : ২০০২



সাজিদ আকন

পাশের সন : ২০০২



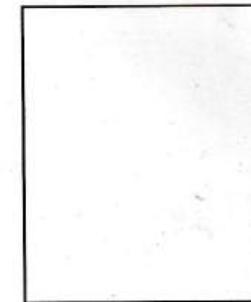
রফিকুল ইসলাম

পাশের সন : ২০০৩



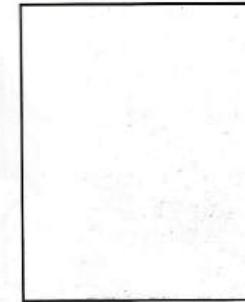
সাকলাইন মিলন

পাশের সন : ২০০৩



তাসলিমা আকতার

পাশের সন : ২০০৩



রিয়াজ উদ্দিন

পাশের সন : ২০০৩



শরিফ হোসাইন

পাশের সন : ২০০৪



রিয়াজ খান

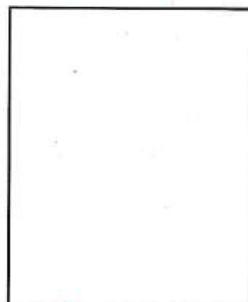
পাশের সন : ২০০৪

প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের ছবি ও নাম



মোঃ হানিফ

পাশের সন : ২০০৪



আমিনা আকতার

পাশের সন : ২০০৪



রাজিয়া সুলতানা

পাশের সন : ২০০৫



ফারুক হোসাইন

পাশের সন : ২০০৫



নাদিরুজ্জামান

পাশের সন : ২০০৫



দেলোয়ার হোসাইন

পাশের সন : ২০০৫



আঃ রহিম

পাশের সন : ২০০৫



জাহিদুল ইসলাম

পাশের সন : ২০০৫



আনোয়ার হোসাইন

পাশের সন : ২০০৫



আসাদুজ্জামান রকিব

পাশের সন : ২০০৬



মোঃ আঃ গণি

পাশের সন : ২০০৬



ফতিমা ইসলাম

পাশের সন : ২০০৬



নূরে খাদিজা

পাশের সন : ২০০৬



আনিসুর রহমান

পাশের সন : ২০০৭



আঃ গফফার

পাশের সন : ২০০৭



মোঃ আব্দুল্লাহ

পাশের সন : ২০০৭



মোঃ আল-আমিন

পাশের সন : ২০০৭



মতিয়ার রহমান দুলাল

ব্যাচ নং : ২০০৭



আব্দুর রব

পাশের সন : ২০০৮



মোঃ মাসুদ

পাশের সন : ২০০৮



মোঃ আঃ রাসেল

পাশের সন : ২০০৮



মোঃ আরমান

পাশের সন : ২০০৮



মাহাতাব উদ্দিন

পাশের সন : ২০০৯



সাইফুল ইসলাম

পাশের সন : ২০০৯



হাবিবা

পাশের সন : ২০০৯

প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের ছবি ও নাম



মাহমুদা

পাশের সন : ২০০৯



শিরিন

পাশের সন : ২০০৯



নাদিয়া

পাশের সন : ২০০৯



আরিফ রাসুল

পাশের সন : ২০১০



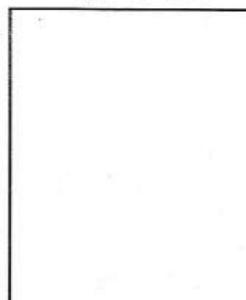
বেলাল হোসাইন

পাশের সন : ২০১০



মেঝে সাইদুর রহমান

পাশের সন : ২০১০



মরিয়ম

পাশের সন : ২০১০



আসমা আকতাৰ

পাশের সন : ২০১০



শাহনাজ

পাশের সন : ২০১০



ডাঃ সুলতানা

পাশের সন : ২০১০



মেহেদী হাসান

পাশের সন : ২০১১



মাসুম সিদ্দিকী

পাশের সন : ২০১১



তাকওয়া হোসাইন

পাশের সন : ২০১১



আব্দুর্রাহাম আল মামুন

পাশের সন : ২০১১



রাবেয়া আকতাৰ

পাশের সন : ২০১১



জামাল উদ্দিন

পাশের সন : ২০১১



সোহেল আরমান

পাশের সন : ২০১২



মাহযুদুল হাসান

পাশের সন : ২০১২



আল-আমিন

পাশের সন : ২০১২



রাজিব হোসাইন

পাশের সন : ২০১২



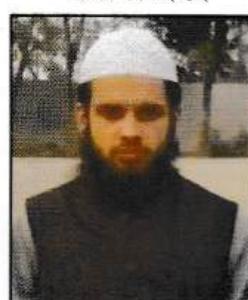
আব্দুর্রাহাম রংবেল

পাশের সন : ২০১২



আবু সাইদ

পাশের সন : ২০১২



মেঝে আতাউর্রাহাম

পাশের সন : ২০১২



মহসীন

পাশের সন : ২০১২

প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের ছবি ও নাম



আব্দুল মোমিন

পাশের সন : ২০১২



তাহমিনা আকতার

পাশের সন : ২০১২



ফাতিমা খান

পাশের সন : ২০১২



খাদিজা

পাশের সন : ২০১২



হালিমা

পাশের সন : ২০১২



মোঃ রাকিব

পাশের সন : ২০১২



নাজিম উদ্দিন

পাশের সন : ২০১৩



মোঃ আল-আমিন

পাশের সন : ২০১৩



মোঃ আসাদুজ্জামান

পাশের সন : ২০১৩



আরু সাইদ

পাশের সন : ২০১৩



হোসাইন শরিফ

পাশের সন : ২০১৩



হাসান শরিফ

পাশের সন : ২০১৩



মোঃ মুসা আকন্দ

ব্যাচ নং : ২০১৩



জানে আলম

পাশের সন : ২০১৩



রাবেয়া আকতার

পাশের সন : ২০১৩



নাসিমা আকতার

পাশের সন : ২০১৩



খাদিজা আকতার

পাশের সন : ২০১৩



কাজী জুল হাসান

পাশের সন : ২০১৪



খাদেমুল ইসলাম

পাশের সন : ২০১৪



মিন ইসলাম

পাশের সন : ২০১৪



মোঃ সালমান

পাশের সন : ২০১৪



ইউসুফ শরিফ

পাশের সন : ২০১৪



মতিউর রহমান

পাশের সন : ২০১৪



নূরে আলম

পাশের সন : ২০১৪



মোঃ আব্দুল্লাহ

পাশের সন : ২০১৪

প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের ছবি ও নাম



মাসুম বিলাহ
পাশের সন : ২০১৪



মোঃ নূরুন্নবী
পাশের সন : ২০১৪



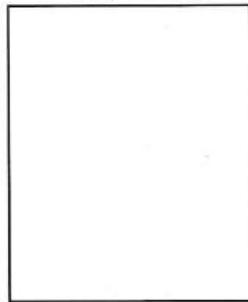
রবিউল খন্দকার
পাশের সন : ২০১৪



হেলেনা শেখ
পাশের সন : ২০১৪



রাজিয়া সুলতানা
পাশের সন : ২০১৪



তানজিলা আক্তার
পাশের সন : ২০১৪



আবুজর গিফারী
পাশের সন : ২০১৫



জাহিদ হাসান
পাশের সন : ২০১৫



দেলোয়ার হোসাইন
পাশের সন : ২০১৫



সাদাম হোসাইন
পাশের সন : ২০১৫



রমজান আলী
পাশের সন : ২০১৫



মারুফ বিলাহ
পাশের সন : ২০১৫



সোহেল আহমেদ
পাশের সন : ২০১৫



জান্নাতারা তাবাসুম
পাশের সন : ২০১৫



খাদিজা আক্তার
পাশের সন : ২০১৫



তামান্না আক্তার মুনি
পাশের সন : ২০১৫



সাফিয়া আক্তার
পাশের সন : ২০১৫



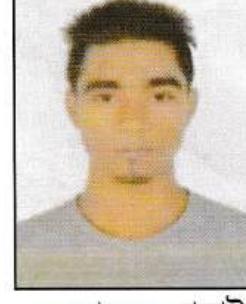
খাদিজা আক্তার
পাশের সন : ২০১৫



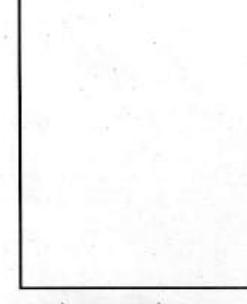
রাহত হাওলাদার
পাশের সন : ২০১৬



জাহিদুর রহমান
পাশের সন : ২০১৬



জাবেদ হোসাইন
পাশের সন : ২০১৬



আব্দুল কাদের
পাশের সন : ২০১৬



সুমাইয়া
পাশের সন : ২০১৬



সাইফুল ইসলাম
পাশের সন : ২০১৬

প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের ছবি ও নাম



ফাতেমা আকতার
পাশের সন : ২০১৬



রঞ্জিনা আকতার
পাশের সন : ২০১৬



সাদিয়া আকতার
পাশের সন : ২০১৬



আফিয়া তাবাসসুম বুশরা
পাশের সন : ২০১৬



মুরসালিন
পাশের সন : ২০০৯



মোঃ আশরাফুল ইসলাম
পাশের সন : ২০০৯

Features :

- Made in Bangladesh by Italian technology.
- Built with high quality stainless steel and glass fibre insulation in a hygenic way.
- Fully automatic.
- 100% safety.
- Easy operation.
- Model of defferent size and type.
- 1. Quart storage tank (cold)
- 2. Quart storage tank (hot and cold)

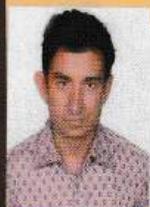
FIRE BIRD

Water Heater & Dispenser



Model & Specification :

Model	Capacity	Volts	Type
FB-WC1	35 litre/Hr.	220/240	Both
FB-WC2	90 litre/Hr.	220/240	Both
FB-WC3	135 litre/Hr.	220/240	Both



Rajib Refrigeration

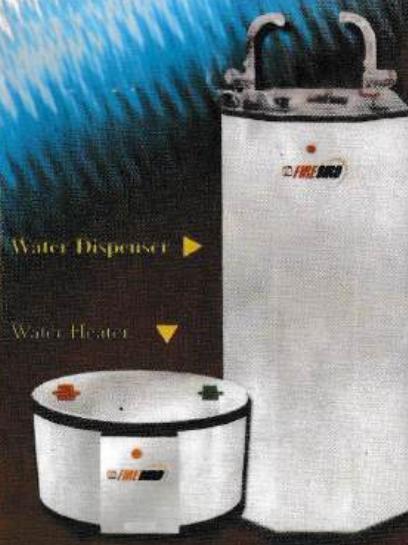
Kamrangir Char, Jaula Hati
Choyrasta, Dhaka-1310

**01819-284810
01819-458460**

FB FIRE BIRD

Water Heater & Dispenser

**ultimate
water
solution**



হাজী মাদবর আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসা



পুনর্মিলনী--২০১৭ইং

আয়োজক কমিটি

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পরিষদ

হাজী মোঃ জাকির হোসাইন

আহরণক

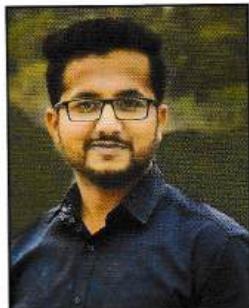
পুনর্মিলনী উদযাপন কমিটি



নাজিম উদ্দিন

পরিচালক

পুনর্মিলনী উদযাপন কমিটি



সোহেল আরমান
সাংগঠনিক সম্পাদক



আবু ইফতুসুর
কো-অর্ডিনেটর



মোঃ রেজাউল কারিম (রণ্জি)
কো-অর্ডিনেটর



সাকলাইন মিলন
কো-অর্ডিনেটর



জাহিদুল ইসলাম
কো-অর্ডিনেটর



রফিকুল ইসলাম
পাশের সন : ২০০৩



কাশুল হাসান
কো-অর্ডিনেটর



জাহান্তীর আলম
হিসাব রক্ষক



মাহমুদুল হাসান
সহযোগী সদস্য



আল-আমিন
সহযোগী সদস্য



আব্দুল্লাহ রহবেল
সহযোগী সদস্য



সোহেল আহমেদ
সহযোগী সদস্য



মতিউর রহমান
সহযোগী সদস্য



আসাদুজ্জামান রকিব
সহযোগী সদস্য



আবু সাইদ
সহযোগী সদস্য

বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রী : ২০১৭ সাল



মোঃ তাসনীম আলম



মোঃ ওমর ফারুক



মোঃ ফরিদ



মোঃ বশির



মোঃ ওমর ফারুক



মোঃ কাইয়ুম



মোঃ মারুফ



মোঃ কাশেম



মোঃ ছিদ্রিকুর রহমান



মোঃ হাবিব



মোঃ মেহেদী



মোঃ আবু রায়হান



মোঃ সাবির



মোঃ আনাস



মোঃ সাইফুল ইসলাম



মোঃ সিফাতুল্লা



মোঃ সৈমা আক্তার সুষ্ঠী



মোসাঃ আয়শা



মোসাঃ তানিয়া



সুমাইয়া আক্তার শাবণী



খাদিজাতুল কোবরা



আসমা আক্তার



মোসাঃ জুলেখা

ভর্তি চলিতেছে!

ভর্তি চলিতেছে!!

Success

Coaching Center

তৃতীয় শ্রেণি- দশম শ্রেণি পর্যন্ত

PSC **JSC** **SSC**

বিলাড়িরটক পূর্ব পাড়া, হাজারী বাড়ী, যোগাযোগ: ০১৯১৪৯০২৩৭৭

হে আল্লাহ! ক্ষমা চাই!

-- মোঃ মহিউদ্দিন মামুন

-- সহকারী শিক্ষক

প্রার্তিকাঃ

মহান আল্লাহর রাবুল আলামিন আমাদেরকে এই পৃথিবীতে তার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আল্লাহর হৃকুম-আহকামগুলো সঠিক নিয়মে নিজে পালন করা এবং সমগ্র মানবজাতি যাতে আল্লাহর হৃকুম-আহকামগুলো বিশুদ্ধ নিয়মে পালন করতে পারে তার জন্য তাদের সহযোগিতা করা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো বর্তমান সময়ে আমরা কি করছি? আমরা নিজেরাও আল্লাহর হৃকুম পালন করছিনা বরং অন্যরা যাতে পালন করতে না পারে সেই চেষ্টাই বেশি করছি। তাই প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমা চাই কৃত অপরাধের জন্য।

আল্লাহর হৃকুম কি?

পৃথিবীর শুরু থেকেই মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াত/পথ প্রদর্শনের জন্য/দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর ও সঠিক পথে পরিচালনা এবং আখিরাত/পরকালের জীবনকে শাস্তিময় করার জন্য হ্যারত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হ্যারত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল/প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ার জগতে পাঠিয়েছেন। নবী ও রাসূলদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এক আল্লাহর দাওয়াত তথা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হৃকুমত প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এ দায়িত্ব পালনকালে নবী ও রাসূলগণ নানা প্রকারের অত্যাচার নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন তথাপি তারা স্বীয় দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি।

প্রতিনিধি/নবীওয়ালা কাজ কি?

যেহেতু নবীগণ সবাই ছিলেন আল্লাহর একেক জন প্রতিনিধি। সেহেতু তাদের দায়িত্ব পালনকৃত কর্মগুলো হচ্ছে নবীদের কাজ বা নবীওয়ালা কাজ। এই নবীওয়ালা কাজ নবীগণ তাদের জীবন্দশায় পালন করেছিলেন। এখন যেহেতু নবীগণের আগমন বন্ধ হয়ে গেছে সেহেতু পবিত্র কুরআনের বাণীতে আল্লাহর ঘোষনা অনুযায়ী পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই বর্তমানে আল্লাহর প্রতিনিধি। মানবসকল এটা মানুক চাই না মানুক। আর যেহেতু মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি সেহেতু নবীগণের দায়িত্ব এখন মানুষের কাঁধে। অর্থাৎ এখন মানুষই নবীওয়ালা কাজ করবে।

নবীওয়ালা কাজের পদ্ধতি/ধরণঃ

আল্লাহ রাবুল আলামিন এর মনোনীত ব্যক্তিগণই নবী। পৃথিবীর বিভিন্ন কওম/গোত্র/এলাকার জন্য ঐ এলাকা থেকেই আল্লাহ নবীগণকে মনোনীত করতেন। ছেটবেলা থেকেই যারা নবী হবেন তাদেরকে আল্লাহ মহৎ গুণাবলীর অধিকারী করতেন। তাদের আচার-আচরণ, চলা ফেরা, কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম সবকিছুতেই মানুষের কল্যাণ ছিল। যার কারণে তখনকার মানুষজন শিশু বয়সের হ্যাঁ নবীগণকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ করতেন, ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন এবং সব ধরণের সহযোগীতা করতেন। নবুওয়্যাতের নির্ধারীত বয়সে তারা নবওয়্যাতপ্রাপ্ত হয়েই জমিনে আল্লাহর দাওয়াত দেওয়া শুরু করতেন। আর যখনি তারা আল্লাহর দাওয়াত দেওয়া শুরু করতেন তখনই দেখা যেত তৎকালীন সরকার প্রধান/গোত্র প্রধান/রাষ্ট্রশক্তি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা শুরু করতেন। শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষ্যাতি হতেন না কখনো কখনো তারা নবীগণকে হত্যা করতেও কুঠাবোধ করতেন না।

নবীদের বিরোধীতা করার কারণঃ

প্রতিটি দেশে/অঞ্চলে একজন/একদল লোক গোত্র/দেশে বা রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্র পরিচালকগণ তাদের ইচ্ছামাফিক নিয়ম-কানুন তৈরি করে দেশ চালাতেন। সমস্যা হলো নবীগণ যে দাওয়াত দিতেন তা হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তৈরি করা নিয়মের ভিত্তিতে। আর এ নিয়ম-কানুন তৎকালীন শাসকদের তৈরি করা নিয়মের বিরুদ্ধে ছিল। সে কারণে নবীগণের দাওয়াতের বাণী প্রচারের সাথে সাথেই তারা নবীদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগতেন। তাদের হিসাব হলো আমরা যদি নবীদের নিয়ম মেনে নেই তবে নবীগণ হবেন মৃল নেতা। আর তারা হবেন নবীগণের সহযোগী বা অধিনস্ত। এটা তারা কখনোই মেনে নিতে পারতেন না। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন নবীর কথা বলা যায়।

হ্যারত মুসা (আঃ) শিশু বয়স থেকেই মিশরের ফেরাউনের গৃহে লালিত পালিত হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও ছিল না ফেরাউনের। কিন্তু যখনই আল্লাহ মুসা (আঃ) কে নবী হিসেবে মনোনীত করলেন তিনি সর্বথেম আল্লাহর আদেশে ফেরাউনকেই দাওয়াত দিলেন। আর তখনি শুরু হলো মুসা (আঃ) এর উপর ফেরাউনের বিরোধিতা। এক পর্যায়ে ফেরাউন মুসা নবীকে তার সঙ্গী-সাথীসহ বিতাড়ীত করতে উদ্যত হন। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ফেরাউন ছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রশক্তির একজন। হ্যারত ইব্রাহিম (আঃ) যখন পর্যন্ত নবী হননি তখন পর্যন্ত মুশরিকরা কেউই তার বিরুদ্ধে কোন প্রকারের অভিযোগ দেননি। যখনি তিনি নবুওয়্যাতপ্রাপ্ত হন তখনি তাকে মুশরিকদের মৃত্যি ভাঙা নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এক পর্যায়ে তাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলতেও নমর্জন/মুশরিকরা দিধা করেনি। এখানেও লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো নমর্জন ছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রশক্তির একজন।

আমাদের প্রিয় নবী হয়রত মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কে আমরা অধিক পরিমাণে অবগত। তিনি ছিলেন সারা বিশ্বের সর্বযুগের একমাত্র শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিত্ব। যার চারিত্রিক সার্টিফিকেট সরাসরি মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন। এই মানুষটি যখন আরবের জমীনে শিশু বয়স থেকে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিলেন তখন আরবের প্রত্যেকটি মানুষই তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কারণ তিনি ছিলেন একাধারে বিশ্বাসী, সৎ, আমানতদার, পরোপকারী, দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণসহ যাবতীয় ভাল গুণের অধিকারী। অথচ দেখেন ৪০ বছর বয়সে যখন তিনি নবুওয়্যাতপ্রাণ্ত হলেন আর মহান আল্লাহর দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখনি কাফেররা তার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলেন অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে। কাফেররা ভালোভাবেই জানত যদি মুহাম্মদের আনীত ধর্ম আমরা মেনে নিই তবে আমাদেরকে মূর্তিপূজা হচ্ছে দিয়ে এক আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে সাথে সাথে মুহাম্মদকে সর্বোচ্চ নেতা মেনে নিয়ে সমাজে তার অধীনস্থ হয়ে চলতে হবে। তারা চরম বিরোধীতার পাশাপাশি প্রিয় নবীজীকে হত্যা করার চক্রান্ত করে। এক পর্যায়ে প্রিয় নবীজী মক্কা হচ্ছে আল্লাহর আদেশে মদীনায় হিজরত করেন। পুরো ঘটনা আমরা অনেকেই জানি। আমার এটুকু লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি বুঝাতে চাইছি যে, আল্লাহর দীনের দাওয়াত/হকের দাওয়াত/নবীওয়ালা কাজ করতে গিয়েই নবীজীকে তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার/নির্যাতন সহিতে হয়েছে।

আমরা যেহেতু আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি সেহেতু আমাদের উপরও আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা কতটা দায়িত্ব পালন করছি সেটাই দেখার বিষয়। প্রথম কথা হলো আমরা আসলে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানিই না বা জানলেও মানছি না। আর এর কারণ হলো দীনে হক বা আল্লাহর দীনের দাওয়াত বা নবীওয়ালা কাজ করতে গিয়ে নবীগণ যেমন বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার, নির্যাতন, জীবননাশের ভয়, দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া, জেল-জুলুম স্বীকার হয়েছিলেন। তেমনিভাবে আমরাও দীনের দাওয়াত বা নবীওয়ালা কাজ করতে গেলে এ ধরণের মুসিবত আমাদের উপরও আসবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে দীনে হক বা আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে নবী-রাসূল তথা তাদের উম্মত/সাথীগণ যখন নিষ্ঠুর নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন তথাপি এই যুগেও যদি আমরা আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দীনে হক বা আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেই তবে আমাদেরকেও তদন্তপ নিষ্ঠুর নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হবে। কঢ়ি পাথর দিয়ে যেমন সোনা পরখ করে দেখা হয় তেমনি আমরাও নিজেকে পরীক্ষা করে নিতে পারি দীনে হকের পথে আমরা আছি কিনা? নবীওয়ালা কাজ আমরা করছি কিনা? যদি আমি হকের পথে তথা নবীওয়ালা কাজ বা আল্লাহর খলিফার দায়িত্ব পালন করি তবে আমাকেও নবীগনের/নির্যাতীতদের পথ বেছে নিতে হবে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা শুধু আমাদের দেশ নয় সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষ/গোষ্ঠী/দল/ইসলামিক দলগুলোকে বিচার করে দেখতে পারি যে তারা সত্যিকার অর্থে দীনে হকের পথে আছে নাকি বেহকের পথে আছে।

পরিশেষঃ

মহান রাবুল আল্লামিনের দরবারে এই জন্য ক্ষমা চাইছি যে, আমি ব্যক্তিগত ভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছি না/করছি না। দরবারে ইলাহীতে তাই প্রার্থনা আমাকে সঠিক সরল পথ দেখাও, যে পথে নিয়াম-তপ্রাণ্তর চলে গেছে। আর ক্ষমা করো আমার অনিছাকৃত অক্ষমতার জন্য। আমিন, ছুন্মা আমিন।

মোঃ রেজাউল কারিম (রনি)
প্রোপ্রাইটের

হাজী শরিয়ত উল্লাহ ফার্মেসী এন্ড ডিপার্টমেন্টস ষ্টোর

এখানে সকল প্রকার ঔষধ ও কসমেটিস সামগ্রী পাওয়া যায়।

শরিয়ত উল্লাহ টাওয়ার ১১০৫, খিলবাড়ীরটেক, ভাটারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর সমাজ সংক্ষার

-- মোসাঃ রওশন আরা আঙ্গার

-- সহকারী মৌলভী

“জগত জুড়িয়া জুলছিল-যখন হাবিয়া জাহানাম।

স্বর্গ হতে এলেন লয়ে-নবী শান্তির পয়গাম।”

সোনালী ঝপালী ঝলমলে উজ্জ্বল আলোয় আলোয় নিরন্দয় অবনী যখন অজ্ঞতার তিমির আধারে নিমজ্জিত। অন্যায় অত্যাচার অবিচার ব্যভিচার লুটতরাজ ও মারামারির অপ্রতিরোধ্য রাজত্ব চলছিল। অশান্তির দাবানলে দাউ দাউ করে জুলছিল। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সফল সমাজ সংক্ষারক হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) শান্তির সানাই বাজিয়ে এ বসুন্ধরাতে আগমন করলেন। বিশ্ব মানবতাকে উপহার দিলেন সোনালী সভ্যতা।

তার আবির্ভাব মূলত: সাম্য মৈত্রী ভাস্তুর বন্ধনে আবন্ধ আদর্শ সমাজ উপহার দিতে। তার সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তিনি যে বৈপ্লাবিক আদর্শ আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন জগতের কোন সংক্ষারকই তা পারেনি।

সামাজিক উন্নয়নে মহানবী (সা:) এর অবদান:

ক) সমাজে নারীর অধিকার: বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংক্ষারক হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতি ছিল ঘূনিত, লাখিত বধিতে অবহেলিত ও ভোগের সামগ্রী। মহানবী (সা:) তাদের ভাগ্যেন্নয়নে অকল্পনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার সামান্য দিক নিয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো--

* জাহেলী যুগে অজ্ঞতার আঁধারে ডুবে যাওয়া লোকগুলো কোন বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াই নারীদের ব্যবহার করত। রাসূল (সা:) এ ঘৃণিত কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বৈবাহিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং তিনি ঘোষণা করেনঃ

অর্থঃ কুমারী নারীকে তার সম্মতি ব্যতিরেকে বিয়ে দেয়া যাবে না, তার নীরবতা তার সম্মতিরূপে গণ্য।

* নারীদেরকে সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠাও তাদের সম্মানার্থে মোহর প্রথা প্রবর্তন করেন। এ সম্পর্কে কুরআন বলে--

অর্থঃ দশ দেরহামের কমে মোহর ধার্য করা চলবেন।

* নারীরা স্বামী কিংবা পিতা মাতা বা অন্য আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হতো না কিন্তু তিনি এ প্রথা বন্ধ করে নারীর উত্তরাধিকারী সত্ত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন: মহান আল্লাহর বাণী--

অর্থঃ পিতা মাতা বা আত্মীয়-স্বজন যা রেখে যায় তাতে নারীদের অংশ রয়েছে।

* মাতা-পিতার হকঃ পিতা-মাতার হক সম্পর্কে রাসূল (সা:) বলেছেন যে, যে ব্যক্তির পিতা-মাতা জীবিত আছে তার জন্য জান্নাত

‘এবং জাহানামের দরজা উভয় খোলা আছে অর্থাৎ তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করলে জান্নাত পাবে। আর খারাপ আচরণ করলে জাহানামে যাবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন--

অর্থঃ মাতা-পিতার সাথে সম্মত ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্ধশায় বার্ধক্যে উপণীত হয়, তবে তাদেরকে “উহ” শব্দটিও বলোনা এবং তাদেরকে ধমক দিওনা, শিষ্টাচার পূর্ণ কথা বল।

গ) প্রতিবেশির অধিকার প্রতিষ্ঠাঃ গধহ পধহহড়ঃ স্বরাব ধষড়হব. মানুষ সামাজিক জীব। তাই মানুষ সমাজে একে অপরের সাথে মিলে মিশে চলবে এটাই স্বাভাবিক। তাই সামাজিক উন্নয়নের জন্য তিনি প্রতিবেশির অধিকার আদায়ের গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন--

ঘ) ইয়াতিমের অধিকার প্রতিষ্ঠাঃ মহানবী (সা:) সমাজে ইয়াতীয় সন্তানদের কল্যানার্থে তাদের অধিকার নির্ধারণ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন---

অর্থঃ ইয়াতীমের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্নেশ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার। (সূরা নিসা:-৬)

ঙ) কিসাস প্রথার প্রবর্তনঃ প্রাক ইসলামী যুগে আরবের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। কেউ কাউকে হত্যা করলে এর প্রতিশোধে অনেককে হত্যা করা হতো। মহানবী (সা:) তাই কিসাস বিধি প্রবর্তন করেন।

চ) জিহাদ প্রথার প্রবর্তনঃ সমাজের বিশ্বখলা ফেতনা নামক পচন থেকে সমাজকে রক্ষার নিমিত্তে ফরজ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী--

ছ) সচিবালয় গঠণঃ মহানবী (সা:) একটি উন্নয়নমূখী সমাজ কারোমের লক্ষ্যে গঠণ করেছেন একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো। সমাজ উন্নয়নের জন্য দায়িত্বভাগ করেছিলেন। বিভিন্ন দফতর সমূহের মধ্যে বিচার বিভাগ, দাওয়া বিভাগ, সামরিক বিভাগ, প্রতিরক্ষা বিভাগ উল্লেখযোগ্য।

জ) বিশ্ব সমাজের উন্নয়নঃ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা চির স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি সামাজিক উন্নয়নের জন্য মদীনার সনদ প্রবর্তন করেন। বর্তমান বিশ্বের মানবাধিকার মূলক সংস্থা (জাতিসংঘ) এ সনদের অনুকরণেই গঠিত।

যবনিকাঃ আলোচনার পরিশেষে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে এই সকল অত্যাচার অনাচার দৃঢ়ীতি, চারিত্রিক নৈরাজ্য থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে পারে মহানবী (সা:) এর উপস্থাপিত সমাজ ব্যবস্থা। এর বিকল্প কোন পথ নেই তার উপস্থাপিত আদর্শই আনতে পারে ইহলৌকিক শাস্তি ও পারলৌকিক মুক্তি। অন্য কোন তত্ত্ব মন্ত্র নয়।

কবির ভাষায়--

“সেদিন আর সুদূর নয়

যেদিন ধরণী সকলের সাথে গাহিবে নবীর জয়”

আল্লাহ যেন আমাদেরকে মহানবী (সা:) এর ন্যায় আদর্শ সমাজ গঠনের শক্তি দান করেন। আমিন। ছুম্মা আমিন।

আদর্শ শিক্ষক ও ছাত্রের দায়িত্ব-কর্তব্য

-- মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ

-- সহকারী মৌলভী

শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষক, ছাত্র, প্রশাসন, ধর্মীয় পরিবেশ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিষয়গুলো আবশ্যিক। কাঞ্চিত লক্ষ্যে পৌছাতে হলে এ বিষয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা একান্তই থাকা চাই। এখানে লক্ষণীয় যে, শিক্ষক কোন জড় পদার্থের নাম নয়, এ যেন রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ। প্রত্যেক শিক্ষকের মধ্যে এমন কিছু গুণাবলী ও আদর্শ থাকা উচিত যা তাকে ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় করে তোলে। তার উদ্দেশ্য এ রজত জয়ন্তিতে-----

- * শিক্ষকদের সমাজে মডেল হিসাবে তৈরি করা।
- * শিক্ষক হিসাবে দূর্বলতাগুলো অনুধাবন করতে পারা এবং সে সাথে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- * বাস্তব জীবনে গুণগুলোর প্রয়োগের প্রতি উৎসাহিত করা।
- * কুরআন ও হাদীস এর পথ অনুসরণ করা ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া।
- একজন ভাল শিক্ষক আবশ্যিক আদর্শবান হবেন। তিনি দার্শনিক উক্তি কেবল ছাত্র/ছাত্রীকে শেখাবেন না বরং তিনি তার আদর্শের মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে গড়ে তুলবেন। মূলত: যে শিক্ষাতে আদর্শ, নেতৃত্বাবোধ নেই, যে শিক্ষা শয়তানের, আদর্শবান শিক্ষকই পারেন উত্তম, যোগ্য, চরিত্রবান ছাত্র তৈরি করতে ---
- * কথা ও কাজের মধ্যে মিল রাখবেন।
- * ইবাদতের মানসিকতা নিয়ে শিক্ষা দানে ব্রতী হবেন।
- * ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আল্লাহ অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।
- * যে বিষয় শিক্ষক ছাত্রদের পড়াবেন, সে বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবেন। অতঃপর একজন ভাল শিক্ষক---
- * সবসময় জ্ঞান চর্চা করবেন।
- * মেধা বিকাশের সহায়ক বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন।
- * বিভিন্ন বিষয় লেখা-লেখি করবেন।
- * পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন।
- * রূক্ষ মেজাজ পরিহার করবেন।
- * নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে কঠোর হবেন।
- * প্রয়োজনে অতিরিক্ত কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকবেন।
- * নির্মল চরিত্রের অধিকারী হবেন।

একজন ভাল শিক্ষক তার ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি যথাযথ স্নেহ ও ভালবাসা পোষণ করবেন। তিনি যদি এ মহৎ গুণের অধিকারী হতে পারেন তাহলে ছাত্র/ছাত্রীরা তার প্রতি আকর্ষিত হবে এবং সহজেই তার সাবলিল বাচন ভঙ্গী অনুধাবন করতে পারবে ও নেতৃত্ব মেনে নিবে। মূলত: শাসন করা তারই সাজে-সোহাগ করে যে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, “যদি আপনি ঝুঁ ব্যবহার করতেন এবং কঠিন হৃদয়ের হতেন তাহলে তারা আপনার কাছে থেকে দূরে চলে যেত।” তাই একজন আদর্শ শিক্ষক-

- * স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে পড়াবেন।
- * ছাত্র/ছাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধার খবর রাখবেন।
- * ছাত্র/ছাত্রীদের একান্ত আপনজগ হবেন।
- * ছাত্র/ছাত্রীদের প্রেরণার উৎস হবেন।
- * সুন্দর বক্তব্য দেওয়ার যোগ্যতা রাখবেন।
- * ধর্মীয় অনুশাসনের নিয়ম অনুযায়ী চলা।
- * ইনসাফ ও ন্যায়-নীতিবোধ সকল মানুষকে আকর্ষিত করে। শিক্ষককে ও তার ছাত্রদের কাছে প্রিয় করে তোলে কর্মই তার তুলনা---
- * সকল ছাত্রকে তিনি সমান চোখে দেখবেন।
- * ইনসাফের সাথে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করবেন।
- * একজন শিক্ষক তার বিষয় ভিত্তিক জানে বিচক্ষণ হবেন। তিনি ছাত্রদের মন-মেজাজ, পছন্দ-অপছন্দ গ্রহণ করার অধিকারী হবেন। কান-চোখ খোলা রাখবেন সে বিষয়ে।
- * চেহারা দর্শণে বুঝতে পারবেন, কোন ছাত্র/ছাত্রী পড়া বুঝেনি।
- * উদাহরণ উপর্যুক্ত শেখার অভ্যাস করবেন।
- * একজন আদর্শ শিক্ষকের কাজ শুধু পাঠদানের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সমাজকে সুন্দর ও আদর্শবান পরিণত করতে হবে। শিক্ষা জাতিয় উন্নয়নে সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র। আর এই অস্ত্র রয়েছে একজন শিক্ষকের। তার সঠিক নির্দেশনায় সমাজ হবে কল্যামুক্ত। শিক্ষকের অর্জিত জ্ঞান, মেধা, যোগ্যতা দ্বারা সমাজে বসবাসরত অন্যান্য প্রতিবেশীদের আপদে-বিপদে সহযোগীতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করবেন।
- সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান ইসলামী মূল্যবোধ। যেমন: ইসলামী জ্ঞান, চরিত্র গঠন, সততা প্রমাণ করাই মূল্যবোধ জাহাত করা।
- * একজন আদর্শ শিক্ষকের সংস্পর্শে থেকে অনুকরণীয় কাজগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে নিজের জীবনকে একজন আদর্শ ছাত্র হিসেবে গড়ে তুলবে।
- * শিক্ষকের আদেশ মেনে চলবে।
- * সহজ মার্জিত ভাষায় কথা বলবে।
- * সর্বদা সকলের কল্যাণ কামনা করবে।
- * প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি মেনে চলবে।
- * একজন ছাত্র/ছাত্রী তাদের কর্মজীবনে শিক্ষকের আদর্শ বাস্তব প্রয়োগ করে সমাজকে দিবে উন্নত জীবন।
- * আজকের ছাত্র/ছাত্রী আগামী দিনের দেশ গড়ার অংগীকার নিয়ে শিক্ষকের আদর্শ বাস্তবায়ন করবে।

মাস্টার মোট পরিশ পারভেজ
প্রোএইচি

মোবাইল ০১৭২৫-১১৯১৯৭
০১৬৮২-৮৮৬২৪৪৬



এম.ডি প্রিশ টেক্সার্স এন্ড ফেন্সিঙ্গ লেডিস এন্ড জেন্টস

এখানে অভিজ্ঞ মাস্টার ও সুন্দর কারিগর দ্বারা শার্ট, প্যাট, পাঞ্জাবী, প্রী-পিচ, বোরকা
ফুলম্বা, স্কুল ড্রেস সহ মহিলাদের আধুনিক ডিজাইনের ক্লিনিক্যুল পোশাক তৈরী করা হয়।

বিঃ দ্রঃ সকল স্কুল ও কলেজের টেক্সার লেভেল হয়।

১১০৮, খিলবাড়ীরটেক পূর্বপাড়া মাদ্রাসা সংলগ্ন, ভাটারা, ঢাকা- ১২১২।

আদর্শ শিক্ষকের পরিচয় ও গুণাবলী

-- মুলতানা রাজিয়া
-- সিনিয়র শিক্ষক ইংরেজী

অজানাকে জানানো, অঙ্গতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোতে উত্তরণ, নাম সর্বস্ব মানুষ নামের জীবকে পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যানের উপযোগী করে গড়া এ মহৎ কাজ যিনি বা যারা সম্পাদন করেন তারাই শিক্ষক। শিক্ষক পৃথিবীর বুকে এমন এক শ্রেণী বা গোষ্ঠী যাদের মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে গায়ের জামা, কথাবার্তা, চলাফেরা, আচার ব্যবহার, আঙুলের নখ, পায়ের জুতা, সাজগোজ ইত্যাদি সব শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষনীয়। এ জন্যই শিক্ষকরা হয়ে থাকেন অন্তত্য সচেতন ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রশাসন ও উপযুক্ত পরিবেশ এ চারটি জিনিসের সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাকার্যক্রম সুন্দর ও সুস্থুভাবে পরিচালিত হয়। শিক্ষক তথা যে কোন ব্যক্তি তার পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাই এ ক্ষেত্রে সকলেরই সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। একজন আদর্শের শিক্ষকের এমন কিছু গুণাবলী থাকে যা তার শিক্ষার্থীর নিকট গ্রহনীয় ও অনুকরণীয় করে তোলে এবং তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে।

একজন আদর্শ শিক্ষক তার আদর্শের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলবেন। যে শিক্ষায় আদর্শ ও নৈতিকতাবোধ নেই, সেটা মূলত শয়তানের শিক্ষা। একজন শিক্ষক আদর্শিক জ্ঞানে সুষমামন্তিত হবেন, নিজস্ব ধর্মীয় দর্শন ও অন্যান্য জীবন সম্পর্কে জ্ঞান রাখবেন। শিক্ষকতাকে নিজের জীবনের আদর্শ পেশা হিসেবে গ্রহণ করবেন, এবং প্রতিটি পাঠ আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত করে পড়াবেন। ইবাদতের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদানে ব্রতী হবেন, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকে সামনে রেখে এ কাজে আত্মনিয়োগ করবেন, এবং শিক্ষার্থীদেরকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন। শিক্ষার্থীদের বাইরে যারা আছেন তাদের জন্য ও তিনি হবেন একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। কথা ও কাজের মধ্যে তিনি মিল রাখবেন, অল্লে তুষ্ট থাকবেন ও অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করবেন। তিনি কখনোই সম্পদের লোভী হবেন না।

তিনি যে বিষয়ে শিক্ষাদান করবেন, সে বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তিনি সবসময় জ্ঞান চর্চা করবেন এবং সমসাময়িক বিষয় ধারনা রাখবেন যাতে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যুগপোয়েগী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতে পারেন। একজন আদর্শ শিক্ষক গবেষকের মন নিয়ে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করবেন, তার গবেষনার মাধ্যমে নতুন নতুন শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটবে। বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ হবেন। উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ক্লাস নিয়ন্ত্রণ করবেন, জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ের দিকে যাবেন, শিক্ষার্থীর গ্রহণ করার সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং শিক্ষার্থীও পড়ালেখা নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ব্যক্তিত্ব মানুষকে সমাজ তথা সর্বক্ষেত্রেই গ্রহণীয় করে তোলে। একজন ব্যক্তিত্বান শিক্ষক তার ক্লাসকে সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করতে পারেন। একজন আদর্শ শিক্ষক শালীন, মার্জিত ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পোশাক পরিধান করবেন, আচার ব্যবহারে সংযত হবেন এবং রক্ষ মেজাজ পরিহার করবেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর প্রকাশ ভঙ্গির অধিকারী হবেন এবং নিয়মনীতির ক্ষেত্রে হবেন কঠোর। তিনি সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুষম দেহ ও সুস্থ মনের অধিকারী হবেন। একজন ভালো ও আদর্শ শিক্ষক তার শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ মমত্ববোধ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা পোষণ করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই তার প্রতি আকর্ষিত হয় এবং তার কর্তৃত ও নেতৃত্ব মেনে নেয়। কথায় বলে, “শাসন করা তারাই সাজে, সোহাগ করে যে”। তিনি শিক্ষার্থীর সুবিধা অসুবিধার খবর রাখবেন এবং সমস্যা দূরীকরনে আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হবেন। শিক্ষার্থীর একান্ত আপনজন হয়ে তার পড়া লেখায় উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাবেন, যা একজন শিক্ষার্থীর জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। শান্তি প্রদানে সতর্ক হবেন, অতিরিক্ত রাগ, কঠোরতা, ধৰক, চেচামেচি, বকাবকির মাধ্যমে কাজ আদায়ের পরিবর্তে শান্ত মনে তাদের সমস্যা বুঝে নিয়ে আন্তরিকতার সাথে সমাধানের চেষ্টা করবেন। ইনসাফ ও নীতিবোধ সকল মানুষকে উন্নতি ও সম্মানের চরম শিখারে পৌছে দেয়। ন্যায়নীতিবোধ একজন শিক্ষককে তার শিক্ষার্থীর নিকট সম্মানিত ও প্রিয় করে তোলে। সুতরাং একজন আদর্শ ও ভালো শিক্ষক তার সকল শিক্ষার্থীকে সমান নজরে দেখবেন, পরিক্ষার খাতা ইনসাফের সাথে মূল্যায়ন করবেন, জাতির নির্মাতা হিসেবে সর্বোচ্চ চরিত্র, ন্যায়নীতিবোধ ও কর্মের অধিকারী হবেন। শিক্ষার্থীর সাথে আচার আচরণ ও ব্যবহারে ন্যায় ও সমতার প্রতি খেয়াল রাখবেন এবং সবাইকে সমান নজরে দেখতে সচেষ্ট হবেন।

জ্যোতি পেইন্ট এন্ড হার্ডওয়ার

একজন আদর্শ শিক্ষক তার পাঠদানকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করবেন। তিনি উদার, হাসি খুশি ও প্রফুল্ল মন নিয়ে শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে কৃশ্লাদি বিনিময় করবেন। সহজ সরল ভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই গ্রহণ করতে ও বুঝতে পারে এবং পাঠ গ্রহণে আগ্রহী হয়। উপমা, উদাহরণ, প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করবেন, প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করবেন যাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পড়ালেখাকে আনন্দ ও আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে পারে। তিনি ভাষা ও শব্দ চয়নে সচেতন হবেন, শুন্দি ও বোধ গম্য ভাষা ব্যবহার করবেন এবং আপ্লিক ভাষা পরিহারে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কজন ভালো ও আদর্শ শিক্ষক তাস প্রতিষ্ঠানের প্রতি থাকবেন নিষ্ঠাবান, আন্তরিক ও প্রশাসনের সাথে থাকবে তার সুসম্পর্ক। তিনি প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি, আইন কানুন যথাযথ ভাবে মেনে চলবেন, প্রশাসন কর্তৃক গ্রহিত কার্যক্রমে স্বতন্ত্রত ভাবে অংশ গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকঙ্গে কোন পরামর্শ থাকলে তা নির্দিষ্ট ফোরামে উপস্থাপন করবেন। তিনি দলাদলী ও নিন্দাবাদ থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন, তিনি হবেন একজন কর্তব্যনিষ্ঠ ও সময়নুবর্তি। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানকে একান্ত নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে যথাযথ ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন।

“Education is the backbone of a nation”

Ges An Ideal teacher is the backbone of Education,

একজন আদর্শ শিক্ষকের শিক্ষাপ্রদান ও যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে গড়ে তুলতে পারেন আদর্শ জাতি, সুনাগরিক তথা আদর্শ ও কল্যানকারী রাষ্ট্র।

অহংকার

-- আফিয়া আনজুম অহনা

-- ৭ম শ্রেণী

সাইম খুব ভালো ছেলে। ওর বয়স পাঁচ বছর ছিল। তার বাবা অনেক আগে মারা যায়। তার মা কোন রকম কাজ-কর্ম করে বেঁচে থাকত। তারও মৃত্যু ঘনিয়ে আসল। অবশেষে তার মা মারাই গেল। তারপর সে কাঁদতে কাঁদতে অচেনা জায়গায় গিয়ে বসেছিল। সেখানে এক অচেনা লোক তাকে নিয়ে যায়। এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মায়ের নাম কি? সাইম কিছু বলল না। তারপর অচেনা লোকটি তাকে রেখে দিল। এবং তাকে লালন-পালন করতে লাগল। এভাবেই অনেক দিন কেটে যায়। অচেনা লোকটি ছিল গরিব। তার মনে হচ্ছে যে সে ছেলেটিকে রাখতে পারবেন। তাই সে তার পরিচিত ব্যক্তির কাছে নিয়ে যায়, সেও না করে দেয়। আবার অন্য জনের কাছে গেল। সেও নিল না। এভাবে অনেক বাসায় ঘুরলো। তারপর সে এক বাড়িওয়ালার কাছে নিয়ে গেল। সেও রাকতে অস্বিকার করল। তারপর সে বাড়িওয়ালাকে বলল: দয়া করে রাখুন। অতঃপর বাড়িওয়ালা রাজি হয়ে গেল। আর সে বাড়িওয়ালা ছিল খুব অহংকারী। তারপর সে লোক চলে গেল। এবং সাইম এরকম ঘরতো কখনো দেখেনি। সে সব ঘর ঘুরে ঘুরে দেখেছে। তারপর অহংকারী লোকটি বলল যে, যেখানে বসে আছ সেখানেই বসে থাকবে। তারপর দুপুরে তাকে খাবার ভাল দেয়নি। তার ছিল এক ছেলে। তাকে ভালো খাবার দেয়। বলে গরিবের ছেলেকে আর কী খেতে দিব। যা দিয়েছি তাই ভাল। আবার বিকালে অনেক কাজ-কর্ম করায়। আর রাতে ও তেমন ভালো খাবার দেয়নি। ঘুমুতে দিয়েছে নিচে। বলে যে, গরিবের ছেলে কই ঘুমাবে যে নিচে ঘুমাতে দিবনা। তার ছেলে হিংসুক। তার ছেলের কাছে আসলে বলে তোর জামা-কাপড় কী নোংড়া তুমি আমার কাছে আসবেনা। তাহলে আমার গায়ে ময়লা লেগে যাবে। দেখেছ আমার গায়ে কত সুন্দর জামা আর তোমার ছেড়া আর নোংড়া। তারপর সাইম কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে অনেক দিন কেঁটে গেল। তারপর একদিন তার ছেলে একটা পুরক্ষার নিয়ে এসেছে। তারপর বাড়িওয়ালার ছেলেটাই পুরক্ষারটি ভেঙ্গে দোষ দেয় সাইমের। এতে লোকটি ক্ষেপে গিয়ে সাইমকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। তারপর সে লোকের এমন অসুখ হলো। অসুখে লোকটি মারা গেল। এটাই আল্লাহর কুদুরত। অবশেষে আমরা শিখলাম, অহংকার করব না।

এসো পাথেয়

-- মাহমুদুল হাসান
-- পাসের সন: ২০১২সাল।

এসো সত্যের আলোয় নাচিয়া,
এসো মিথ্যা রংপে ধাচিয়া ।
এসো জ্ঞানের বারিধারা ঢালতে,
এসো আঁধার ভেদে আলো জ্বালাতে ।
এসো নষ্টের ধূমজাল গুঁড়াতে,
এসো আল্লাহর পতাকা উঁড়াতে ।
এসো গড়তে মুসলিম ঐক্য,
এসো গড়তে দূর মতানেক্য ।
এসো মাতিয়ে কুরআনের সৌরভ,
এসো দিতে মুক্তির গৌরব ।
এসো বাজিয়ে ইসলামী ঢংকা,
এসো তাই ভেঙ্গে দিয়ে সব শংকা ।
হলেন যারা মৃত্যুহীন দানবীর
মাদরাসার জমি দাতাদের নাম :
আমারা তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি-
“চিরদিন তাঁরা রইবে অমর সুমহান দানবীর
এ জাতি জানাবে লক্ষ সালাম নোয়াইয়া লাখো শির,
এ দেশ মাটির কোটি বালুকায় জানায় মাগফেরাত
সেবায় তাঁদের দূরীভূত হোক এ জাতির জুলমাত ।”

নামাজ আমার

-- মোঃ মতিউর রহমান
-- পাসের সন: ২০১৪ সাল।

নামাজ আমার ভোরের বাতাস,
শিশির ভেজা পাতা ।
নামাজ আমার ঈমান আনা,
পিতার হাতের ছাতা ।
নামাজ আমার আঁধার রাতে,
পুলসিরাতের গান,
নামাজ আমার স্বাধীনতার,
মুক্ত-বুদ্ধি প্রাণ ।
নামাজ আমার পথের কাটা,
অসৎ কাজের বেলা ।
নামাজ আমার সঙ্গী-সাথী,
পর জগতের ডেলা ।

স্মৃতির পাতায় হাচানিয়া

-- মোঃ নাজিম উদ্দিন
-- পাসের সন: ২০১৩ সাল।

হাচানিয়া করল আজি
২৬ বছর শুরু ।
সারা দেশের বিদ্যাপীঠের
হলো যে আজ গুরু ।
নাম সুনাম আর সংস্কৃতিতে
নাই যে তাহার তুল ।
এত দূর যে এগিয়ে গেল
তাকওয়াই তার মূল ।
মুহাম্মাদী নির্দেশনায়
চলছে যে সুদূর ।
সফলতা দেখে তাহার
মুঞ্ছ সব বিভোর ।
বিস্তৃত আজ বিশ্বব্যাপী
আন-নাজাতের আলো ।
সেই আলোয়ে আলোকিত
কর আঁধার কালো ।

অতুলনীয় “মা”

-- মোসাঃ রওশন আরা আক্তার
-- সহকারী মৌলভী

জীবন মানে শ্রষ্টার আদেশ পালন,
স্রষ্টার সৃষ্টিতে ভালবাসা বন্ধন ।
জীবন মানে অবিরত সংগ্রাম,
পশ্চাতে ফেলে আসা অভিযান ।
জীবন মানে ক্ষণিকের স্বর্গীয় প্রশান্তি,
হাড়ভাড়া পরিশ্রম কর্মে ঝান্তি ।
জীবন মানে হাসি-কান্না আনন্দ,
শোক বেদনা আর বিরহের প্রবন্ধ ।
জীবন মানে দিনক্ষণ সময়ের হিসাব,
অবশ্যে থেকে শুধু মৃত্যুর আভাস ।
জীবন মানে মহাজনের কীর্তিশান,
মৃত্যুর মাঝে হয় জীবনের অবসান ।

সত্যের জয়

-- সাদিয়া ইসলাম মৌ
-- ১০ম শ্রেণী

সত্য পথে চলব সদা,
সত্য কথা বলবো ।
অসত্য আর অন্যায় যত,
কঠিন পায়ে দলবো ।
সত্য বলা গুণ যে মহৎ,

ରୂପସୀ ବାଂଲା

-- ମହୀନ ଉଦ୍‌ଦୀନ

-- ପାସେର ସନ: ୨୦୧୨ସାଲ

ଫୁଲେ ଫଲେ ଶଶ୍ୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ

ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ବନ ବନାନ

ନଦୀ ନାଲା ସାଗର ତୌରେ

ବଂଲା ଯେଣ ଏ ମହାନେର

ଲକ୍ଷ କୋଟି ନେୟାମତେ

ମନ୍ଦ ଲୋକେର ଅପକମେ

ସଢ଼ ଝାତୁର ନାନା ରୂପ

ସୃଷ୍ଟି ରାଜିର ଅକଳ୍ୟାନ

ଆମାଦେର ଏହି ଦେଶ ।

ରହପେର ନେହି ଯେ ଶେଷ ।

ବୃଷ୍ଟି ମେଘର ଖେଳା ।

ନେୟାମତେର ମେଳା ।

ଏହି ଭୂମି ଯେ ଭରା ।

ନେମେ ଆସେ ଥରା ।

ଦିରେଛେନ ପ୍ରଭୁ ।

ହୟ ନା ଯେନ କହୁ ।

ଇଚ୍ଛେ

-- ମୋଃ ଫରିଦୁଜ୍ଜମାନ ସରକାର

-- ଦାଖିଲ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ: ୨୦୧୭ ସାଲ ।

ସତଖାନି ଇଚ୍ଛେ ଛିଲ ତତଖାନି ଆଛେ,

ସ୍ଵପ୍ନବୁଡ଼ି ସ୍ଵପ୍ନବୁନେ ଚଲଛେ ଆମାର ପିଛେ ।

ମେଘଲା ଦିନେ ବୃଷ୍ଟି ନାମାୟ ଇଚ୍ଛେ ତାରଓ ଆଛେ,
ପୂର୍ଣ୍ଣମା ରାତ ଆଲୋ ଛଡ଼ାୟ, ମାୟାଟା ନୟ ମିଛେ ।

ଅମର ଆମାର ଗୁଣଗୁଣିଯେ ଶୁଣିଯେ ଯାଯ ଗାଣ,
ସ୍ଵପ୍ନ ଆଛେ ଇଚ୍ଛେ ଜାଗାଓ ପାଖିର କଳତାନ ।

ପୁରେର ଆକାଶ ଇଚ୍ଛେ ହୟେ ଜ୍ଞାଲିଯେ ଦେଯ ଆଲୋ,
ସ୍ଵପ୍ନ ତୋମାର ସ୍ଵପ୍ନ ଆମାର ଇଚ୍ଛେ ନିଯେ ଚଲ ।

ହେ ! ହାଚନିଯା

-- ମାରୁଫ ବିଲ୍ଲାହ

-- ପାସେର ସନ: ୨୦୧୫ସାଲ

୨୫ ବର୍ଷରେର ଶ୍ର୍ମି ନିଯେ

ଆଛି ଦାଁଡିଯେ

ଆସୋ ଯଦି ଆରୋ ତୁମି

ଦେବୋ ବାଡ଼ିଯେ ।

କତ ଶିକ୍ଷା ନିଯେଛେ ତୁମି

ଆମାର ଏଖାନ ଥେକେ

ଜ୍ଞାନେର ଆଲୋ ଦିଯେ ।

ଜୀବନେର ଏକ ପ୍ରାଣେ

ଯାବେ ତୁମି ସୁଦୂରେ

ତଥନ ଦେଖବେ ଆମି

ଆଛି ଏଥାନେଇ ଦାଁଡିଯେ ।

ନଦୀର ବୁକେ

-- ରାବିଯା ଆଙ୍ଗାର

-- ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ

ନଦୀର ବୁକେ ଛନ୍ଦ ଆଛେ

ତାଇ ସେ କରେ ଗାନ,

ନାୟେର ମାବି ଶୋନେ ନଦୀର

ମୁଞ୍ଗ କଳତାନ ।

ନଦୀର ବୁକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ -ଶଶୀ,

ଛଡ଼ାୟ ମଧୁର ଆଲୋ

ତୀରେ ବସେ ଟେଉୟେର ଖେଳା

ଦେଖିତେ ଲାଗେ ଭାଲୋ ।

ନଦୀର ବୁକେ ଦିନେ ରାତେ

ଚଲେ ଜୋଯାର ଭାଟା

ଦୁପୁର ରୋଦେ ପାଖିର ବହର,

ମାୟେର ଚିଠି

-- ମୋଃ ଖାଦେମୁଲ ଇସଲାମ

-- ପାସେର ସନ: ୨୦୧୪ ସାଲ

ଖୋକାର କାଛେ ମାୟେର ଚିଠି

ହଲୁଦ ଖାମେ କରେ

କୀ ଛିଲ ସେଇ ଚିରକୁଟେତେ

ବଲଛି ଶୁନୋ ପଡ଼ୁ ।

ଶିତେର କାଳ ଏଲୋ ଖୋକା

ଏବାର ବାଡ଼ି ଆୟ

ପ୍ରତିବାରଇ ଆସବି ବଲେ

ରାଧିସ ଯେ ଆଶାୟ ।

ତୋର ଆଦରେର ଛେଟ୍ଟ ବୋନ ଓ

ଆମାୟ ଶୁଧୁ ବଲେ

ଆସବି କବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନେଇ

ଭରାୟ କୋଲାହଲେ ।

ଏବାର କୋନ କିନ୍ତୁ ଯେନ

ନା ଶୁନତେ ହୟ ଆର

ଗୁଣଛି ପହର ଅପେକ୍ଷାୟ ତୋର

ଆମାର କାଛେ ଫେରାର ।

ମୋଦେର ଶୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା

-- ହାଜେରା ସୁଲତାନା

-- ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ

ଆଲ୍ଲାହ ମୋଦେର ଶୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା,

ଆଲ୍ଲାହ ମୋଦେର ରବ ।

ଆଛେ ଯତ ଶୃଷ୍ଟି ତାର,

ଭାଲୋ ଲାଗେ ସବ ।

ଶୃଷ୍ଟିର ଯତ ମାଖଲୁକାତ,

ମାନୁଷ ହଲୋ ସେରା ।

ମହବୁତ ଆର ଭାଲୋବାସାୟ,

ପୃଥିବୀଟା ସେରା ।

ଶୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା,

ଆର କେ ଆଛେ ବଲ?

ଯା ଆଛେ ସବ ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ,

ତାରଇ ଇବାଦତ କର ।

কুরআন ও হাদীসের বাণী

আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে
সরল পথের।

-- (সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং- ১০১)

তিনি তাদেরকে জাহাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী
প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি
সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল।
জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।

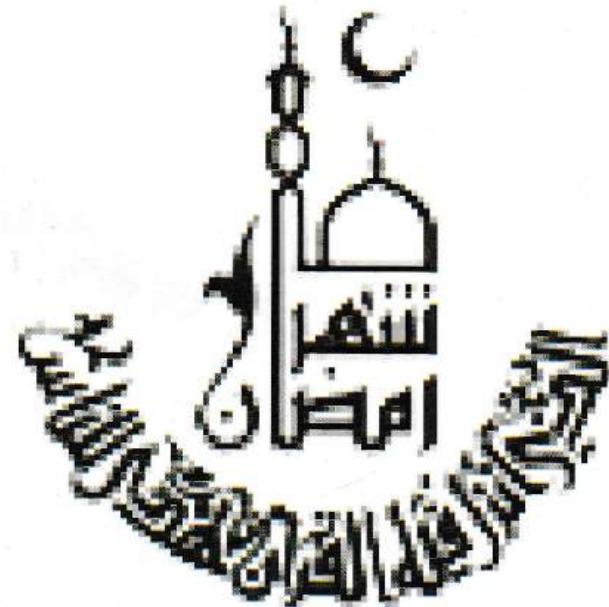
-- (সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত নং- ২২)

আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে
লড়াই করে, যেন তারা সীসাটালা প্রাচীর।

-- (সূরা আছ-ছফ, আয়াত নং- ০৮)

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল
(সা:) ইরশাদ করেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করেন
না, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম
(রাহ:) উভয়ই হাদিসটি বর্ণনা করেন।)

সাউদ ইবনু উফায়র (রহ:) হুমায়দ ইবনু আবদুর রহমান (রহ:)
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুয়াবিয়া (রাঃ) বক্তৃতারত
অবস্থায় বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, “আল্লাহ যার কল্যাণ
চান, তাকে দ্বিনের জ্ঞান দান করেন। আমিতো কেবল বিতর-
ণকারীমাত্র, আল্লাহই (জ্ঞান) দানকারী। সর্বদাই এ উম্মাত
(সত্যিকারের মুসলিম) কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের উপর
প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বিরোধিতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে
পারবে না। -- (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৭১, ইলম অধ্যায়)



মণিষীর বাণী

* তুমি পানির মত হতে চেষ্টা কর
যে কিনা নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নেয়।
পাথরের মত হইয়ো না যে নিজে
অন্যের পথরোধ করে।

-- হযরত আলী (রাঃ)

* ভালো মানুষের চিহ্ন হচ্ছে যে সে সবসময় অপরের মধ্যকার
ভালোটাই দেখে।

-- শেখ উমার সুলায়মান

* যা তুমি দেখাও, তার চেয়ে বেশি তোমার থাকা উচিত। যা
তুমি জানো, তার তুলনায় কম তোমার বলা উচিত।

-- শেখপিয়র

* যারা আমাকে সাহায্য করতে মানা করে দিয়েছিল আমি তাদের
প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ, তাদের ‘না’ এর জন্যই আজ আমি নিজের
কাজ নিজেই করতে শিখেছি।

-- আইনস্টাইন

* যারা বলে অসম্ভব, অসম্ভব তাদের দুয়ারেই বেশি হানা দেয়।
-- জন সার্কল।

* হাঁ এবং না কথা দু'টো সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে ছোট।
কিন্তু একথা দু'টো বলতে সবচেয়ে বেশি ভাবতে হয়।

-- পীথাগোরাস।



হাজী মাদবার আলী হাচানিয়া দাখিল মাদ্রাসা

২৬২৬, খিলবাড়ীরটেক, গুলশান, ভাটারা, ঢাকা-১২১২

ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা

নাম	পদবি
১. হাজী মোঃ শরিয়ত উল্লাহ	সভাপতি
২. মোঃ গোলাম রাকবানি	সদস্য সচিব
৩. মোঃ বোদরগ্ল আলম	অভিভাবক সদস্য
৪. মোঃ সুজন মিয়া	অভিভাবক সদস্য
৫. মোঃ জাকির হোসেন সরকার	অভিভাবক সদস্য
৬. মোঃ আবুল কাশেম	অভিভাবক সদস্য
৭. জাহানাতুন নেসা হাসি	সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক
৮. মির্জা আজিজুর রহমান	সাধারণ শিক্ষক সদস্য
৯. মোঃ আজিজুল হক	সাধারণ শিক্ষক সদস্য
১০. মোসাফির রওশন আরা আক্তার	সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক



মিঝা আজিজুর রহমান

প্রোপ্রাইটের

মোবাইল: ০১৭১১-১৯৩২৯৬

০১৯১৯-১৯৩২৯৬

০১৯২৬-৬৪৯৪২৪

মেসার্স মির্জা রাহিস এজেন্সী

সকল প্রকার চাউলের পাইকারী ও কমিশন এজেন্ট।

দাগ # ১০৪৪, রশিদ মঙ্গল, বৌ-বাজার, খিলবাড়ীরটেক, ভাটারা, ঢাকা-১২১২

বিস্মিল্লাহির রাকমানির জাহিয়

হাজী মাদবুর আলী হাসানিয়া দাখিল মাদ্রাসা
Haji Madbor Ali Hasania Dakhil Madrasah
স্থাপিত: ১৯৯০ইং

২৬২৬, পিলবাড়ীয়াটক, পেট মুনশায়, ঢান্ডা চাটোয়া, ঢাকা - ১৩১২।
ফোন: ৩২২৩৫৫৮০, মোবাইল: ০১৭২৩-২২১০১০, ০১৭১৮-০২২২১১
E-mail: Madborali@gmail.com

أَفْرَايَا سِيمَ رِبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
অর্থ: ৪ পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন

